ভাল চারাগাছ পাওয়ার ভাল উৎস

সরকারী বা বেসরকারী যে কোন পর্যায় হোক না কেন বৃক্ষরোপন ও বনায়ন কর্মসূচী সফল করতে হলে প্রয়োজন পর্যাপ্ত উন্নত গুণাবলীসম্পন্ন উৎকৃষ্ট মানের চারাগাছ উৎপাদন। এ ধরনের চাহিদা মেটানো সম্ভব ভাল নার্সারী স্থাপনের মাধ্যমে। যা আপনিও করতে পারেন নিজস্ব প্রচেষ্টায়.... নিজস্ব উদ্যোগে। বলার আর অপেক্ষা রাখে না, ভাল নার্সারী স্থাপন হবে আপনার জন্য লাভজনক বিনিয়োগ। এনে দেবে আপনার জন্য অল্প খরচে প্রচুর লাভের এক সুবর্ণ সুযোগ।

নার্সারী স্থাপন করুন পরিকল্পিতভাবে। স্থান নির্বাচনের জন্য বেছে নিন এমন একটি উন্মুক্ত, উঁচু ও সমতল ভূমি যেখানে প্রচুর আলো বাতাস পাওয়া যায় এবং যার কাছাকাছি পানিও পাওয়া যায়। রাস্তার নিকটে যেন হয় নার্সারীর অবস্থান। এর ফলে চারা ক্রয় করতে ইচ্ছুক লোকজন যোগাযোগ করতে পারবে নার্সারী অফিসে এবং নিয়ে যেতে পারবে চারা নার্সারী থেকে নির্বাচিত স্থানে অতি সহজে।

যেখানে বীজতলা তৈরী করবেন, কেটে পরিস্কার করুন সেখানকার গাছপালা, লতাপাতা ও ঝোপঝাড়। এর পর সংগ্রহ করুন উন্নতমানের বীজ এবং বপন করুন তা তৈরী বীজতলায়। ধারে কাছে অবশ্যই ব্যবস্থা রাখুন পানি সেচের। পানি নিষ্কাশনের জন্য নর্দমা তৈরি করুন বীজতলার চারপাশে। উঠিয়ে ফেলুন আগাছা। প্রতিরোধ করুন রোগ-পোকা-মাকড়। সার প্রয়োগ করুন প্রয়োজনে। মজবুত বেড়া দিন নার্সারীর চারদিকে। এতে করে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর উপদ্রব থেকে রক্ষা পাবে চারাগাছ।

সময়মতো উদ্যোগ নিন নার্সারী স্থাপন করার ব্যাপারে। উৎপাদন করুন উন্নতমানের সুস্থ, সবল ভাল চারা। যার প্রচুর চাহিদা রয়েছে বাজারে। মনে রাখবেন, নার্সারী স্থাপন হবে আপনার বাঁচার অন্যতম অবলম্বন। এমন সুযোগ হাতছাড়া করা হবে না বুদ্ধিমানের কাজ।

নার্সারী স্থাপনের ব্যাপারে শলাপরামর্শের জন্য আজই যোগাযোগ করুন ধারে কাছের বন কর্মকর্তার সাথে। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ নিলে আপনার জন্য ভাল হবে। দক্ষতা বাড়বে আপনার। ভাল নার্সারী স্থাপনে সাহায্য করবে আপনাকে সঠিকভাবে।

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্পের অস্থায়ী নার্সারী

নার্সারী স্থাপন বাঁচার অন্যতম অবলম্বন

উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী প্রকল্প

বন অধিদপ্তর, ঢাকা

ডিএফপি নং-

তুলা চাষী ভাইদের জন্য পরামর্শ

- বর্তমানে আমাদের দেশে উন্নতমানের তুলা উৎপাদন অধিক লাভজনক।
- আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অধিক তুলা উৎপাদন করে দেশীয় বস্ত্র মিলের চাহিদা মেটান এবং বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় করুন।
- এখনই তুলা বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের উপযুক্ত সময়, তাই যে জমিতে জাতের মিশ্রণ নেই, সেই জমির বীজ তূলা জিনিং করে প্রাপ্ত বীজ ২-৩ বার রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে পলিথিন ব্যাগে অথবা মাটির পাত্রের মুখ বন্ধ করে পরবর্তী মৌসুমের বীজের জন্য সংগ্রহ করুন।
- ভাল ফলন পেতে হলে তুলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত তুলা উৎপাদনের নিয়মাবলী ও তুলাবীজের প্রত্যয়নপত্র সম্বলিত ২ কেজি ওজনের উন্নত মানের প্যাকেট বীজ সংগ্রহ করুন।
- পুষ্ট তুলা বীজ থেকে প্রাপ্ত তেল (২০-২৪%) ও খৈল বাড়তি আয়ের উৎস, যেমন পরিশোধিত তেল ভোজ্য তেল হিসেবে এবং অপরিশোধিত তেল সাবান তৈরীতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও খৈল গবাদি পশু, মুরগী এবং মাছের খাবার হিসেবে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।
- তুলা গাছের পাতা জমিতে পচে জৈব সার এবং তুলা গাছের শুকনো খড়ি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, যা একটি বাড়তি আয়ের উৎস।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাঠকর্মীদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড

খামারবাড়ি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২১৫

ডিএফপি নং-